MAY 30 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...

নকল ॥ ছিটকে পড়া ষাট হাজার

এবার এইচএসসি পরীক্ষায় নকল নিয়ে যে তাণ্ড হয়েছে সে খবর দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে পৌঁছেছে। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত বিদেশ সফরে গি এ বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন। এবার নকল বন্ধে একটু কড়াকড়ি করতে চেয়েছিল শিক্ষা বোর্ডগুলো, কিন্তু দেখা গেল সন্ত্রাস বেড়ে গেছে। জোর করে নকল করতে চেয়েছে বিভিন্ন কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীরা; কোন জায়গায় পেরেছে, কোন জায়গায় পারেনি। নকল করতে গিয়ে ধরা পড়েছে ৩৫ হাজার ছাত্রছাত্রী, আরও হাজার পঁচিশেক নকলের সুযোগ না পেয়ে পরীক্ষাই দেয়নি। গত সোমবার দৈনিক জনকণ্ঠে প্রধান শিরোনামার সংবাদ ছিল এই বিষয়েই। সংবাদে বলা হয়েছে— বহিষ্কার ও ড্রপআউটের এই চিত্র প্রমাণ করে যে, নকলের মহোৎসব কমেনি। নকল প্রতিরোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করার সন্ত্রাস বেড়েছে, অন্তত ২০ ম্যাজিস্ট্রেট এবং ইউএনও লাঞ্ছিত বা অবরুদ্ধ হয়েছেন, অথবা তাঁদের গাড়ি ভাংচুর করা হয়েছে। শিক্ষক আহত হয়েছেন জনা ত্রিশেক। প্রায় অর্ধশত শিক্ষক নকলে সহযোগিতার অভিযোগে বহিষ্কৃত হয়েছেন।

এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ৭টি বোর্ডের অধীনে অংশ নিয়েছিল ৫ লাখ ৬১ হাজার ১শ' ১৪ শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ৬০ হাজার ছিটকে পড়েছে শিক্ষার ধারাবাহিকতা থেকে। এদের ক'জন আবার সুষ্ঠু নিয়মে পড়াশোনা শুরু করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এমনিতেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণে শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় থেকে বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ড্রপআউট হয় বা পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু নকল করতে গিয়ে বা নকল করতে না পারার জন্য ছিটকে পড়ার বিষয়টিকেও স্বাভাবিকভাবে নেয়া যাচ্ছে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, শিক্ষাদান পদ্ধতি এবং পরীক্ষা গ্রহণের কৌশলে সমস্যা আছে। শিক্ষাদান ঠিকমতো হলে এবং আদর্শিক বিষয়কে মুখ্য করে তোলা হলে নকল বা যে কোন অসদুপায় অবলম্বন যে অনুচিত সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা জন্মাত। কিন্তু অনেক শিক্ষার্থীই নকল করাকে অন্যায় বলে মনে করে না। সবচেয়ে দুঃখজনক একশ্রেণীর অভিভাবক ও শিক্ষকের নকল করতে সহযোগিতা করা। এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষা এবং মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা চলার সময় বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রের যেসব সচিত্র প্রতিবেদন পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা অত্যন্ত লজ্জাজনক। বছর বছর ধরে নিয়ম না মেনে পড়াশোনা না করে পরীক্ষা দিতে গেলে তো সমস্যা হবেই। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে লেখাপড়া ঠিকমতো হয় না এবং ছাত্রদের উপস্থিতিসহ বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়গুলো যে মানা হয় না তা নিশ্চিত। এগুলো চলতে থাকলে তো নকল কমবে না এবং কমেওনি; যদিও ৭ বোর্ডই কড়াকড়ি আরোপ করেছিল। সন্ত্রাস বেড়েছে। তবে সন্ত্রাস বেড়েছে বলেই এখন অনুসন্ধান হচ্ছে— কেন এমন হলো। দেখা যাচ্ছে, বেশিরভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই নিয়মিত পড়াশোনা হচ্ছে না, সিলেবাস শেষ হচ্ছে না, শিক্ষার্থীরা নিয়মিত কলেজে আসছে না। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা দুর্নীতি করছেন, অনুদান বহাল রাখার জন্য কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অযোগ্য শিক্ষার্থীদের সুযোগ করে দিচ্ছে। নকল বন্ধ করতে হলে এ সমস্যাগুলোরও সমাধান করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা যাতে নৈতিক ও আদর্শিক শিক্ষা পায় সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে অভিভাবকদের ভূমিকার বিষয়টিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাঁরা চান নিয়মিত পড়াশোনা না করেও তাঁদের সন্তানরা পাস করবে, তাঁরা যাতে এমন মানসিকতা পরিবর্তন করতে বাধ্য হন সে ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকরা কেন নকলের পক্ষে যাচ্ছেন? অর্থলোভ ছাড়া এর পিছনে কিছুই নেই। নীতি-আদর্শহীন শিক্ষকতা সম্ভবত বর্তমান বাংলাদেশেই সম্ভব। এ তো সামাজিক পচনেরই নামান্তর! এভাবে বছরের পর বছর চলতে দেয়া যায় না। আমরা চাই শুধু কেন্দ্রে কড়াকড়ি করে নয়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষার মান বাড়িয়ে সামাজিকভাবে যাতে সবাই উদ্বুদ্ধ হয় সে ব্যবস্থা করা হবে।